



দক্ষিণ কোরিয়া স্টাডি ভিসা-

সাউথ কোরিয়ায় ব্যাচেলর এবং মাস্টার্সের জন্য মূলত বছরে দুইটি ইনটেক রয়েছে।

প্রধান ইনটেক-

মার্চ ইনটেক - ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স

সেপ্টেম্বর ইনটেক - ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স

এছাড়া জুন এবং ডিসেম্বর ইনটেক আছে তবে সেগুলো ল্যান্ডস্কেপ প্রোগ্রামের জন্য।

ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স উভয়ক্ষেত্রে সাধারণত IELTS ৫.৫ প্রয়োজন হয়।

তবে বর্তমানে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় IELTS ছাড়াও স্টাডি ভিসা পাওয়া যাচ্ছে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সকল বিশ্ববিদ্যালয় IELTS ছাড়া আবেদনের সুযোগ দেয় না।
বিশেষ করে হাই র্যাংকড বিশ্ববিদ্যালয় IELTS এর বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করে।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস-

১. জন্ম নিবন্ধন , আইডি কার্ড এবং পাসপোর্ট
 ২. এসএসসি , এইচএসসি এবং ব্যাচেলর সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট ই-আপোস্টাইল।
 - ৩.কোরিয়ান সাইজ ৫ কপি ছবি
 - ৪.অভিভাবকের আইডি কার্ড
 - ৫.ফ্যামিলি সার্টিফিকেট
 - ৬.ট্রেড লাইসেন্স অথবা এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট
 - ৭.টিন এবং ট্যাক্স সার্টিফিকেট
- বিঃদ্রঃ সকল ডকুমেন্টস নোটারী বাধ্যতামূলক।
৮. ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং সলভেন্সি (২০ হাজার ডলার সমপরিমাণ)
 - ৯.ভাষার সার্টিফিকেট (IELTS , Tofel ইত্যাদি)
 ১০. জব সার্টিফিকেট (যদি থাকে)
 ১১. SOP

আনুমানিক বাজেট-

সাউথ কোরিয়ার জন্য একজন শিক্ষার্থীর মোটামুটি ৬-৮ লাখ টাকা বাজেট নিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে।

IELTS থাকলে তুলনামূলক খরচ কম হবে
IELTS না থাকলে ৭-৯ লাখ টাকা খরচ হতে পারে।

এই বাজেটে সাধারণত টিউশন ফি , ডকুমেন্টেশন এবং এজেন্সি সংক্রান্ত খরচ হবে।

টিউশন ফি-
বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী ফি পরিবর্তিত হয়।

সাধারণত ৩-৩.৫ লাখ টাকা ফি হয়।

IELTS / ভাষাগত যোগ্যতা , স্কলারশিপের উপর ভিত্তি করে টিউশন ফি কমে ২.৫ লাখ বা তার কম হতে পারে।

অন্যান্য খরচ-

- ডকুমেন্টস প্রস্তুতি
- সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় বেঁধে ফ্রি থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা আবেদন ফি।
- কুরিয়ার খরচ ৩ থেকে ৫ হাজার।